ইউনিট ৭

ভাষার পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

ভূমিকা

সব কাজের সাথে মূল্যায়ন জড়িত। প্রত্যেকটি কাজের ফলাফল আমরা সারাক্ষণ বিচার করি। শিক্ষাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করেন। প্রত্যেকটি পাঠের জন্য পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য থাকে। পাঠ শেষে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হল কিনা তা যাচাই করে দেখা অবশ্য করণীয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষাদান ও শিক্ষার্জনের সাথে উদ্দেশ্য অর্জনের পরিমাপ বা মূল্যায়নের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শুধু যে শিক্ষাদানের মূল্যায়ন করা যায় তা নয়, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব কিছু, যেমন– শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষোপকরণ এমনকি শ্রেণী কক্ষের সুবিধা-অসুবিধা, আলো-হাওয়ারও মূল্যায়ন প্রয়োজন।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন শব্দ দুটো আপনাদের কাছে সমার্থক মনে হতে পারে। আসলে কিন্তু শব্দ দুটোর মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। পরীক্ষা মূল্যায়নের অংশ, কাজেই মূল্যায়নের সীমানা বা পরিধি বেশ বড়। তাছাড়া মূল্যায়ন চলতেই থাকে। পরীক্ষা শেষ হলেও মূল্যায়ন শেষ হয় না। শিক্ষার্থীর জীবনের ক্রমোন্নতির ধারা মূল্যায়ন ধরে রাখে। মূল্যায়নের আয়নায় শিশুর একটি সম্পূর্ণ ছবি ধরা পড়ে যা তাকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

শ্রেণির পাঠদানের উপর নির্ভর করে শিশু কতটা শিখতে পেরেছে। তার সেই লব্ধ জ্ঞানের উপর আমরা বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ করি। এই পরীক্ষা শুধু পাঠ্যবস্তুতে সীমাবদ্ধ থাকে। তার মানস জগতের বা দৈহিক বিকাশের কোন খবর পাওয়া যায়না। তাই পরীক্ষার সাথে মূল্যায়নের প্রয়োজন। মূল্যায়ন পরীক্ষার সীমানা ছাড়িয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তি মানসের ব্যারোমিটার রূপে কাজ করে, এটি একটি শক্তিশালী পরিমাপক।

ভাষার পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত এই ইউনিটটি তিনটি পাঠে বিভক্ত। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৭.১: ভাষা শিক্ষায় পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

পাঠ- ৭.২: প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতি

পাঠ- ৭.৩: বাংলা পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক সহায়িকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ব্যবহার পদ্ধতি

পাঠ ৭.১

ভাষা শিক্ষায় পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাষার পরীক্ষা ও মূল্যায়নের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ভাষার পরীক্ষা ও মূল্যায়নের বিশেষ বিশেষ দিক কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।

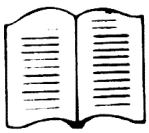

আমরা জেনেছি যে শিক্ষার সাথে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের সম্পর্ক গভীর। শিখন ফল বুঝবার জন্য যাচাই প্রয়োজন। তাই বলা যায় পরীক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। পরিমাপের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর অধীত বিদ্যা ও লব্ধ জ্ঞানের পরিমান বা গভীরতা জানা সম্ভব হয়। যে কোনও বিষয়ের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সেই বিষয়ের উদ্দেশ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভাষা শিক্ষার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। পাঠক্রম তথা পাঠ্যসূচিতে উদ্দেশ্যের আলোকে পাঠ্য নির্বাচন করা হয়। পাঠদান শেষে সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তার পরিমাপ করা হয়। ভাষা শিক্ষার চারটি দিক যেমন শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। এই চারটি দিকের নির্ধারিত যোগ্যতা শিশুরা অর্জন করেছে কিনা ভাষার পরীক্ষা ও মূল্যায়ন তা যাচাই করে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়নের গুরুত্ব

আলোচনার এই অংশে আমরা পরীক্ষা ও মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো প্রথমে বিবেচনা করব। সেগুলো হল:

১. মূল্যায়ন শিক্ষা প্রক্রিয়ার অংশ। শ্রেণিরশিশুদের কোনও বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত তথ্য আমরা এর মধ্যেমে লাভ করি।

২. শিক্ষাদানের সাথে সম্পৃক্ত সবকটি দিক পরীক্ষা ও মূল্যায়ন যাচাই করে। যেমন:

(ক) শ্রেণিতে পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে শিশু কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে পরীক্ষা তা পরিমাপ করে।

(খ) শিক্ষকের যোগ্যতার পরিমাপও এই পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। তাই পরীক্ষা কেবল শিক্ষার্থীর অধীত বিদ্যা ও লব্ধ জ্ঞান পরিমাপ করে না শিক্ষকের প্রস্তুতি, তার দক্ষতা, যোগ্যতা ও মনোভাবেরও পরিমাপ করে। শিক্ষকের প্রস্তুতি ও যোগ্যতা শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জনে বড় রকম সহায়তা দান করে।

(গ) উপকরণের যথার্থতা ও উপযুক্ততা বিচারও মূল্যায়নের অন্যতম কাজ। নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন পদ্ধতি কেবল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের দক্ষতা পরিমাপ করে না, পাঠ্যবই, শিক্ষা সম্পর্কিত সহায়ক উপকরণ ও প্রশ্নপত্র ইত্যাদির গুণাগুণও বিচার করে।

(ঘ) শিক্ষা পদ্ধতির বিচারও মূল্যায়নের মাধ্যমে হয়। উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতিরও সাফল্য বা গুণাগুণ বিচার করা যায়। এর ফলে যে পদ্ধতি শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৩. ফলাফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত করার কাজে পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. শিক্ষার্থীর দুর্বলতা খুঁজে বের করা পরীক্ষা ও মূল্যায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৫. শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দান পরীক্ষা ও মূল্যায়নের আর একটি দিক। পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে শিক্ষার্থী উৎসাহ পায়, সে পাঠে আগ্রহী ও মনোযোগী হয়।

ভাষার পরীক্ষা

এবার আমরা ভাষার পরীক্ষা ও মূল্যায়নের বিশেষ দিকগুলো সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব। ভাষা যে আমাদের কত বড় সম্পদ তা আমরা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষার দক্ষতা আমাদের সাহায্য করে। ভাষার মাধ্যমে আমরা জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের অংশীদার হই। ভাষা জেনে বইপত্র পত্রিকা পড়ি ও তা থেকে জ্ঞান আহরণ করি। কাজেই শিশুরা ভাষা ভাল করে শিখল কিনা তা পরিমাপ করার প্রয়োজন খুব বেশি। এবং তা পরিমাপ কিভাবে করতে হবে তা শিক্ষকদের জানা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে শ্রেণিভিত্তিক বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যাবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলো যাতে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন নির্দেশ রয়েছে।

আমরা ভাল করে জানি যে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা ভাষাকলার এই চারটি দিকে দক্ষতা অর্জনই ভাষা শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য। ভাষার মূল্যায়নের বেলায় এই চারটি বিষয়ের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তৎপরতা যাচাই করে দেখতে হবে। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন যাচাই করার হাতিয়ার। এই হাতিয়ার নির্ভরযোগ্য ও ব্যবহার উপযোগী হওয়া উচিত।

মৌখিক কাজ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম দুটি শ্রেণিতে ভাষা কার্যক্রম অনেকাংশই মৌখিক। তাই মূল্যায়নের বেলায় মৌখিক কাজেরও যাচাই করতে হবে। কথাবলা, পাঠ ও আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তর, ছড়া, গল্পবলা, অভিনয় ইত্যাদি বিচারের জন্য গুরুত্ব দিতে হবে যথাক্রমে:

- উচ্চারণ
- স্বাভাবিক স্বর তরঙ্গ বজায় রাখা
- সঠিক শব্দ প্রয়োগ
- ধারাক্রম রক্ষা
- স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি।

প্রাথমিক শ্রেণিগুলোতে ভাষার লিখিত পরীক্ষা সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। এ সম্পর্কে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম কমিটির রিপোর্টের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ:

(ক) লিখিত পরীক্ষা– সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর, বিভিন্ন ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন উত্তর, হাতের লেখা (শ্রুত ও দ্রুত)।

(খ) শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের হিসাব ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড/বিবরণ।

বর্তমানের আমাদের দেশে লিখিত বা মৌখিক যে কোন পরীক্ষায় মুখস্থ বিদ্যার যাচাই করা হয়। শিশুদের সামাজিক বিকাশের কোন হিসাবই করা হয় না। সত্যিকার মূল্যায়ন তাই হয় না। এই অবস্থার উন্নতির জন্য ভাষা সংক্রান্ত কৌশলগত দিকগুলোর মূল্যায়ন অবশ্যই করতে হবে। সেগুলো হল:

- শব্দের সঠিক ব্যবহার
- বাক্য গঠন
- বিরাম চিহ্নের সঠিক ব্যবহার
- অনুচ্ছেদের ধারণা
- সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য
- বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা
- বানান
- উপমা অলংকার ব্যবহার।

লিখিত পরীক্ষায় রচনামূলক প্রশ্ন থাকবে তবে তার উত্তর সংক্ষিপ্ত হতে হবে। শিশুদের লেখার ক্ষমতা সীমিত বলেই দীর্ঘ উত্তর লেখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নও ব্যবহার করতে হবে। আমরা আগেই জেনেছি পরীক্ষা অধীত বিদ্যার খতিয়ান।

শিশুদের ভাষা দক্ষতার বিকাশ একদিনে হয় না। এই দক্ষতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। তাই তার ভাষা দক্ষতার মূল্যায়ন পরীক্ষার দ্বারা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। সেজন্য সারা বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়ন করে যেতে হবে। এবং শিশুর দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

মূল্যায়ন নানাভাবে করা যায়। সঠিক মূল্যায়নের জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো বিশেষ কার্যকর:

১. **পর্যবেক্ষণ:** খেলা, গল্প ও আচরণ ভাষা দিয়ে সম্পন্ন হয়। নানা কাজের মধ্যে শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে তার ভাষা ব্যবহারের একটা চিত্র পাওয়া যায়। শিশুদের কথাবার্তা আমাদের খুব ভাললাগে। এর ভিতর দিয়েই তাদের ভাষা দক্ষতা পরিমাপ করা যায়।

২. **সাক্ষাৎকার:** শিশুর সাথে কথা বলে, তাকে নানা রকম প্রশ্ন করে শিক্ষক তার ভাষা দক্ষতা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

৩. **বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা:** বইয়ের বিষয়ের উপর পরীক্ষা শিশুর দক্ষতার পরিমাপ আমাদের সামনে তুলে ধরে। তবে সে পরীক্ষা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে। বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষাতে শুধু বিষয় এবং বানানের উপর জোর দিলে হবে না। ভাষা সংক্রান্ত কৌশলগুলোও বিচার করা দরকার।

৪. **হাতের লেখা:** পরীক্ষার সময় বর্ণ, শব্দ ও বাক্য সঠিক হয় কিনা তা বিচার করতে হবে। গঠন, এক অক্ষর থেকে আর এক অক্ষরের দূরত্ব, রেখার ভারিত্ব, পঠন যোগ্যতা, নির্ভুলতা, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য ইত্যাদি গুণাগুণগুলো লক্ষ্য করতে হবে।

৫. **ক্রমপুঞ্জিত বিবরণী:** শিশু সম্পর্কিত সব খবর ক্রমপুঞ্জিত বিবরণে রক্ষিত হয়। শিশুর পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে স্কুল জীবনের যাবতীয় তথ্য ক্রমে ক্রমে এই বিবরণে জমা হয়। প্রতিটি শিশুর সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য এই বিবরণ অত্যন্ত কার্যকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. মূল্যায়ন ও পরীক্ষা–
ক. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত
খ. পরীক্ষা মূল্যায়নের অংশ
গ. পরীক্ষা শেষে হলেও মূল্যায়ন চলতে থাকে
ঘ. ক, খ ও গ তিনটিই।

২. পরীক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য–
ক. লব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ করা
খ. মূল্যায়নের ব্যাপকতা যাচাই
গ. শিক্ষা সামগ্রীর উন্নয়ন
ঘ. পাঠ্যবস্তুর উৎকর্ষ যাচাই।

৩. শিক্ষাদানের সাথে সম্পৃক্ত সব কিছু যাচাই করে–
ক. পরীক্ষা
খ. প্রশাসন
গ. মূল্যায়ন
ঘ. দর্শন।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সঠিক মূল্যায়নের কার্যকর পাঁচটি পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ররুন।

পাঠ ৭.২ প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- পাঠদানের সাথে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত প্রশ্ন প্রণয়ন সম্পর্কে সঠিক ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন এবং
- সঠিক মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন সনাক্ত ও প্রণয়ন করতে পারবেন।

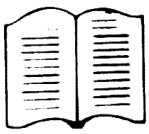

পাঠদান কাজের সাথে প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতি অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত। পাঠ চলাকালে পাঠ্যবিষয়ের উপর প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা তা নিরূপণ করা হয়। পাঠদানের এক পর্যায়ে অনুশীলনের জন্য প্রশ্ন দেওয়া হয়। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পঠিত বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা গড়ে ওঠে। প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের দুর্বলতা খুঁজে বের করা যায় এবং তা দূর করা যায়। প্রান্তিক যোগ্যতা বিচার ও সার্বিক মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হয়। প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন। পরীক্ষার প্রশ্ন সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে।

যেমন: (১) রচনামূলক ও (২) নৈর্ব্যক্তিক।

রচনামূলক প্রশ্ন

রচনামূলক প্রশ্ন পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। কোন গল্প বা কবিতার কোন অংশ বা সারাংশ রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরে চাওয়া হয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'মাঝি' কবিতায় নদীর ধারে কি কি দেখা যাচ্ছে তা লিখ। অথবা হ্যামেলিনের বাঁশীওয়ালা গল্পটা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। রচনামূলক প্রশ্ন তৈরি করার সময় শিশুদের বয়স, অভিজ্ঞতা, তারা কতটুকু কিভাবে শিখেছে আর যে উত্তর চাওয়া হয়েছে তা তারা লিখতে পারবে কিনা তা বিবেচনা করে প্রশ্ন তৈরি করতে হবে।

সাপ্তাহিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হবে সেই ধরনের প্রশ্নের সাথে তাদের পরিচয় করাতে হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা পরীক্ষার প্রশ্নের দীর্ঘ জবাব লিখতে পারে না; তাই তাদের জন্য প্রশ্ন করার সময় উত্তর যাতে দীর্ঘ না হয় এমনি প্রশ্ন করতে হবে।

মুখস্থ শক্তির উপর চাপ সৃষ্টি না করা

প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীর মুখস্থ শক্তির উপর বেশি চাপ যাতে সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে রচনামূলক প্রশ্ন তৈরি করতে হবে।

রচনামূলক প্রশ্ন তৈরি করার সময় শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি, বিচারবুদ্ধি তথা মতামতের উপর যাতে উত্তর নির্ভর করে সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

- সম্ভাব্য উত্তর সৃজনশীল হতে পারে এমন দু'একটি রচনামূলক প্রশ্নও প্রণয়ন করা যেতে পারে।
- প্রশ্ন দীর্ঘ হবে না।
- প্রশ্নের ভাষা স্পষ্ট হবে।
- প্রশ্ন এমনভাবে তৈরি করতে হবে যার ভাষা বুঝতে শিশুদের অসুবিধা হবে না।
- প্রশ্নের প্রতি অংশের জন্য কত নম্বর তা উল্লেখ করতে হবে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আপনি হয়ত জানেন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উত্তর দেওয়া থাকে। প্রদত্ত উত্তর থেকে সঠিক উত্তরটা সনাক্ত করতে হয়। এ প্রশ্ন নানা রকমের হয়। যেমন, সত্য-মিথ্যা বাছাই, বহু নির্বাচনী, সম্পূর্ণকরণ বা শূন্যস্থান পূরণ বা মিলকরণ। এখানে কয়েক ধরনের প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হল:

১। সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ

পাঠ্যবিষয় বা বিষয় বহির্ভূত কোন উক্তির সত্যতা বা অসত্যতা এই ধরনের প্রশ্নে যাচাই করতে দেওয়া হয়।

উদাহরণ:

নিচের বাক্যগুলোর মধ্যে যেটি সত্য তার পাশে স এবং যেটি মিথ্যা তার পাশে মি লিখ।

(ক) হাডুডু, দাড়িয়াবান্ধা গোল্লাছুট ও বউ-ছি আমাদের দেশের মজারখেলা।
(খ) বউ-ছি খেলার শুরুতে খেলোয়াড়দের চারটি দলে ভাগ করা হয়।
(গ) বউ-ছি খেলার দলে ১৫ জন খেলোয়াড় থাকে।
(ঘ) বউ-ছি খেলার মাঠে দশ থেকে বারো ফুট দাগ কেটে চারটি ঘর করা হয়।

অথবা

(ক) দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি।
(খ) ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুই মাস নিয়ে বর্ষাকাল।
(গ) কাজী নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়।
(ঘ) সমুদ্রের পানি বেশ সুস্বাদু।
(ঙ) আম আমাদের জাতীয় ফল।

২। বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্নে তিন থেকে পাঁচটি উত্তর দেওয়া থাকে। সঠিক উত্তরটিকে চিহ্নিত করতে বলা হয়।

উদাহরণঃ

নিচের প্রশ্নের চারটি উত্তর দেওয়া আছে। ঠিক উত্তরের বাম পাশে (√) চিহ্ন দাও।

(১) কোনটা ফুলের নাম

ক. কাঞ্চনজঙ্ঘা	খ. সূর্যমুখী
গ. কর্ণফুলী	ঘ. কামরাঙ্গা।

(২) কোন শব্দের অর্থ সূর্য

ক. রবি	খ. শশী
গ. নিশি	ঘ. দিশি।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ বা সম্পূর্ণ করণ**

এই ধরনের প্রশ্নের জন্য কয়েকটি শব্দের মধ্য থেকে শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উদাহরণঃ

১। নিচের বাক্যগুলোর খালি জায়গায় পাশের সারি থেকে শব্দ নিয়ে বসাও।

(ক) সূর্য আমাদের ---------- দেয়।
(খ) শরৎকালে ---------- নীল মেঘ ---------- বেড়ায়।
(গ) ---------- নাচে পেখম তুলে।
(ঘ) বর্ষাকালে ---- ফোটে।
(ঙ) গাছ আমাদের ---------- করে।

উপকার
আকাশে
লাল
আলো
কবুতর
শাপলা
ময়ুর
ভেসে

৪। পঠন ক্ষমতা বা মর্মোপলব্ধি যাচাই করার জন্য পদ্যাংশ বা গদ্যাংশ তুলে দিয়ে তা থেকে প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়। যেমন, নিচের কবিতাটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

হেমন্ত

হেমন্ত আসে যবে আমাদের দেশে,
ধানক্ষেত সেজে ওঠে সোনালি বেশে।
ধানের শীষের পরে ঘাসের ডগায়,
ভোরবেলা শিশিরের কণা শোভা পায়।
ভেসে আসে মাঠ ভরা ফসলের ঘ্রাণ,
গান জাগে মনে আর নেচে ওঠে প্রাণ।

(ক) হেমন্ত এলে ধানক্ষেত কোন বেশে সেজে ওঠে?
(খ) ধানের শীষের পরে আর ঘাসের ডগায় কখন কিসের কনা শোভা পায়?
(গ) মাঠ থেকে কিসের ঘ্রান ভেসে আসে?
(ঘ) মাঠের ঘ্রানে আমাদের মনে কি জাগে?
(ঙ) হেমন্তের ধান ক্ষেত দেখে আমাদের প্রাণ কেন নেচে ওঠে?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. পরীক্ষার প্রশ্ন সাধারণত হয়ে থাকে–
ক. তিন প্রকার
খ. দুই প্রকার
গ. এক প্রকার
ঘ. বহু প্রকার।

২. রচনামূলক প্রশ্ন তৈরি করা হয়–
ক. পাঠ্য কেন্দ্রিক
খ. অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক
গ. বুদ্ধি কেন্দ্রিক
ঘ. অনুভূতি কেন্দ্রিক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন কত ধরনের হয়ে থাকে?

২. সব ধরনের দুটি করে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন তৈরি করুন।

পাঠ ৭.৩

বাংলা পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক সহায়িকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ব্যবহার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- নির্দিষ্ট পাঠের যোগ্যতা সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- পাঠে ব্যবহৃত ছবি এবং সহজলভ্য উপকরণের কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- শিক্ষক সংস্করণে প্রদত্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে পারবেন;
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারবেন।

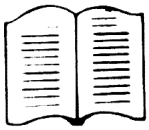

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারীভাবে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম। শ্রেণিতে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে অর্জনযোগ্য যোগ্যতাগুলো শিক্ষার্থীরা যাতে আয়ত্ব করতে পারে সেজন্য শিক্ষকদের সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে শিক্ষক-সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক সংস্করণ আপনার সাহায্যকারী বন্ধু।

শিক্ষক সংস্করণ কী?

আপনি শিক্ষক সংস্করণ বা শিক্ষক সহায়িকা নামকরণের মধ্যেই এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারছেন। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, শিক্ষকদের জন্য। এই সহায়িকা থেকে পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট যোগ্যতাগুলো অর্জনে সহায়তা করতে পারবেন। এতে আপনার অনেক সাহায্য হবে।

বৈশিষ্ট্য

আমরা আগেই বলেছি, শিক্ষক সংস্করণ প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের পঠন-পাঠনের সহায়ক পুস্তক হিসেবে প্রণীত হয়েছে। আপনি লক্ষ করলে দেখবেন বইটিতে একদিকে যেমন মূল পাঠ্যপুস্তকের ছবি সহ সম্পূর্ণ অংশই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষককে সহায়তা দানের জন্য পাঠদান সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশনার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষকদের জন্য কোন ধরাবাঁধা নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নয়, বরং পাঠদানের জন্য শিক্ষক অবশ্যই তার চিন্তা, ভাবনা ও উপায় বিশেষভাবে উদ্ভাবন করতে পারবেন। শিক্ষক সংস্করণের বিশেষ দিক হল প্রতিটি পাঠের জন্য–

শিক্ষক সংস্করণের বিশেষ দিক

- বিষয় নির্দেশ
- পাঠ বিভাজন
- পাঠ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
- উপকরণ
- শিখন-শেখানোর কাজ
- মূল্যায়ন

এ ছয়টি অংশ রয়েছে।

শিক্ষক সংস্করণ ব্যবহার পদ্ধতি

শ্রেণিতে সার্থকভাবে পাঠদান করতে গেলে আপনাকে দুটো বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। যেমন– (১) আপনি কী শেখাবেন এবং (২) কেমন করে শেখাবেন। এই দক্ষতা বৃদ্ধির

জন্যই শিক্ষক সংস্করণের প্রয়োজন। শিক্ষক সংস্করণে মূল পাঠ্যপুস্তকের সম্পূর্ণ পাঠই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই আপনি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বই না নিয়ে শিক্ষক সংস্করণ বইটিই ব্যবহার করবেন। শ্রেণিকক্ষে প্রতিদিনের নির্ধারিত পাঠদানের আগে শিক্ষক সংস্করণে উল্লিখিত নির্দেশনার সাহায্য নিয়ে আপনি পূর্বপ্রস্তুতি নেবেন এবং সেই অনুযায়ী পাঠ দেবেন। এবার আসুন আমরা শিক্ষক সংস্করণের বিশেষ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

বিষয় নির্দেশ

- শিশুরা শিক্ষকের কাছে সহজ, সরল, আন্তরিক ব্যবহার আশা করে। পাঠ শুরুর আগে ঐ পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনি পুরোপুরি অবহিত হবেন। কারণ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ না করে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠদান করা উচিত নয়। শিক্ষকের প্রস্তুতিই পারে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশকে সহজ এবং অন্তরঙ্গ করে তুলতে। বিষয় নির্দেশ অংশে আপনি পাঠ শুরু করার আগে ঐ পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হবেন।

পাঠ বিভাজন

- শিক্ষক সংস্করণে পাঠ বিভাজনের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। একটি শিক্ষাবর্ষে সম্ভাব্য কয়টি ক্লাস নেওয়া যায় এবং প্রতিটি ক্লাসে কতটুকু পড়ানো সম্ভব তার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি পাঠকে ভাগ করা হয়েছে। আপনি শিক্ষক সংস্করণের পাঠ বিভাজন অবলম্বনে শ্রেণিতে পাঠদান করবেন। তবে মনে রাখবেন শিক্ষক সংস্করণ আপনার পাঠদানের একটা অবলম্বন মাত্র। আপনি শিক্ষার্থীদের মেধা, গ্রহণ ক্ষমতা, মনোযোগ ইত্যাদির দিকে লক্ষ রেখেই পাঠদান করবেন।

পাঠে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

- প্রতিটি পাঠের জন্য শিক্ষক সংস্করণে যোগ্যতা নির্ধারিত করে দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীরা পাঠের মাধ্যমে সবগুলো যোগ্যতা যেন অর্জন করতে পারে সেদিকে আপনি লক্ষ রাখবেন।

উপকরণ

- পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে হৃদয়গ্রাহী এবং বোধগম্য করে তুলবার জন্য আপনি বিষয়বস্তু ব্যাখ্যার সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করবেন। শিক্ষক সংস্করণে পাঠদানের সহায়ক উপকরণের উলে-খ আছে। আপনি পাঠদানের প্রস্তুতির সময়ই শিক্ষক সংস্করণ সংশ্লিষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করে নেবেন। তবে আপনি স্থানীয় ও সহজলভ্য উপকরণের ওপর বেশি জোর দেবেন।

শিখন-শেখানোর কাজ

- শিখন-শেখানো কার্যাবলি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। শিক্ষক সংস্করণে ভাষা শিখন-শেখানোর কাজে চারটি দক্ষতার (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) কথা বলা হয়েছে। আপনি শিক্ষক সংস্করণের সাহায্য নিয়ে এ দক্ষতাগুলো অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। তবে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, প্রাপ্ত উপকরণ ইত্যাদির দিকে লক্ষ রেখে আপনি শিখন-শেখানো কার্যাবলি প্রয়োগ করবেন। কিন্তু আপনাকে বিশেষভাবে যোগ্যতাগুলোর দিকে লক্ষ রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোই হবে আপনার পাঠদানের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই যোগ্যতাগুলো সামনে রেখেই আপনি শিখন-শেখানো কার্যাবলি প্রয়োগ করবেন। যেমন, যে পাঠের উদ্দেশ্য শুধু শোনা ও বলার যোগ্যতা অর্জন করান, সেখানে আপনি শিক্ষার্থীদের শুধু শোনাবেন ও বলাবেন, পড়াবেন না। শিক্ষক সংস্করণ অনুযায়ী আপনি এভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করবেন।

শিক্ষক সংস্করণে মূল্যায়ন

- পাঠটি শেখা হয়ে যাওয়ার পর আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন তা শিক্ষক সংস্করণে উল্লেখ আছে। আপনি শিক্ষক সংস্করণ অনুযায়ী ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন। পাঠ্যবস্তু শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে কিনা, তা মূল্যায়নের মাধ্যমে আপনি পরীক্ষা করে দেখবেন। শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণ অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ থাকলে শিক্ষকের পাঠদানে কোনও ত্রুটি আছে বলে

ধরে নেওয়া হয়। তাই আপনি পাঠদানে যাতে সার্থক হতে পারেন, সেজন্য শিক্ষক সংস্করণ অবশ্যই ব্যবহার করবেন। কারণ এটি আপনার পাঠদানের একটি অবলম্বন বা সাহায্যকারী উপকরণ।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ব্যবহার পদ্ধতি

এতক্ষণ আমরা শিক্ষক সংস্করণ কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এ ব্যাপারে আলোচনা করলাম। তবে আপনি শিক্ষক সংস্করণকে পাঠদানের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করবেন না। শিক্ষক সংস্করণ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থও ব্যবহার করতে হবে। যেমন, পাঠ্য বিষয় সম্পৃক্ত বই, পত্রিকা, অভিধান ইত্যাদি অবশ্যই পাঠ করাবেন। যেমন, আপনি শ্রেণিতে একটি ভ্রমণ কাহিনী পড়ালেন। ভ্রমণ কাহিনীটি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবেন। শিক্ষার্থীদেরও অনুরূপ ভ্রমণ কাহিনী পড়তে অনুপ্রাণীত করবেন। প্রয়োজনে আপনি কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনীর নাম বলে দেবেন। এভাবে মুদ্রিত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, ছবির পাঠ, অভিধান শিক্ষার্থীদের পড়ার নির্দেশ দেবেন। এতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান প্রসারিত হবে।

এই পাঠে আমরা যা শিখলাম–

- শিক্ষক সংস্করণের উদ্দেশ্য
- শিক্ষক সংস্করণের বৈশিষ্ট্য
- শিক্ষক সংস্করণের বিশেষ দিক
- পাঠ সম্পৃক্ত অন্যান্য গ্রন্থের ব্যবহার

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষে সরকারীভাবে কোন পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয়েছে?
ক. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম
খ. শিখন-শেখানো
গ. বিষয় নির্দেশ
ঘ. মূল্যায়ন।

২. শিক্ষক সংস্করণ কাদের উদ্দেশ্য রচিত?
ক. প্রধান শিক্ষকদের
খ. শিক্ষার্থীদের
গ. শিক্ষকদের
ঘ. অভিভাবকদের।

৩. শিক্ষক সংস্করণ প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের পঠন-পাঠনের–
ক. একমাত্র পুস্তক
খ. সহায়ক পুস্তক
গ. বৃহদাকৃতির পুস্তক
ঘ. ক্ষুদ্রাকৃতির পুস্তক।

৪. শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে সহজ ও অন্তরঙ্গ করে তোলে–
ক. প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধান
খ. পরিপাটি শ্রেণিকক্ষ
গ. শিক্ষার্থীদের পড়া শেখা
ঘ. শিক্ষকদের প্রস্তুতি।

৫. শিক্ষক সংস্করণের বিশেষ দিক কয়টি?
ক. তিনটি
খ. চারটি
গ. পাঁচটি
ঘ. ছয়টি।

৬. শিখন-শেখানো কাজে কয়টি দক্ষতার কথা বলা হয়েছে?
ক. দুইটি
খ. তিনটি
গ. চারটি
ঘ. পাঁচটি।

৭. নিচের সত্য উক্তিগুলোর বাম পাশে 'স' এবং মিথ্যাগুলোর বাম পাশে 'মি' লিখুন:
ক. শিক্ষক সংস্করণে শিক্ষকদের পাঠদানে অন্য কোন চিন্তার অবকাশ থাকে না।
খ. শিক্ষক সংস্করণে মূল পাঠ্যপুস্তকের সম্পূর্ণ পাঠই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
গ. পাঠ শুরুর আগে বিষয়বস্তু জানার প্রয়োজন নেই।
ঘ. শিক্ষক সংস্করণে পাঠ বিভাজনের তেমন গুরুত্ব নেই।
ঙ. প্রতিটি পাঠের জন্য শিক্ষক সংস্করণে যোগ্যতা নির্ধারিত করে দেওয়া আছে।
চ. শিক্ষক সংস্করণে পাঠদানের সহায়ক উপকরণের উল্লেখ নেই।
ছ. আপনি শিক্ষক সংস্করণ অনুযায়ী ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।
জ. আপনি শিক্ষক সংস্করণকে পাঠদানের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করবেন।

চূড়ান্ত মুল্যায়ন

১. শিক্ষাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত দিকগুলো উল্লেখ করে তার মূল্যায়নের একটা বিবরণ তৈরি করুন।

২. প্রাথমিক শ্রেণিগুলোতে ভাষার মূল্যায়নের জন্য কোন দিকগুলোর উপর জোর দিতে হবে?

৩. রচনামূলক প্রশ্ন তৈরি করার সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

৪. রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক এই দুই ধরনের প্রশ্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার ধারণা ও মতামত উদাহরণ সহ বর্ণনা করুন।

৫. শিক্ষক সংস্করণের বিশেষ দিকগুলো কি কি? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

১। গ; ২। ঘ; ৩। ক;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

১। ক; ২। ঘ; ৩। ক;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

১। ক; ২। গ; ৩। খ; ৪। ঘ; ৫। ঘ; ৬। গ;
৭। ক. মি; খ. স; গ. মি; ঘ. মি; ঙ. স; চ. মি; ছ. স; জ. মি;